ইউনিট ১৩

শ্রম
Labour

ভূমিকা

উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো শ্রম। শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা শ্রম বাজারের প্রধান প্রতিনিধি। শ্রমিক চাকরি খোঁজেন আর নিয়োগকর্তা চাকরি দেন। শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পায়। আর শ্রমের চাহিদা ও যোগান মজুরি নির্ধারণ করে। শ্রম বাজারের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তার কারণে শ্রমবাজার অন্যান্য বাজার থেকে খানিকটা আলাদা। এই অধ্যায়ে শ্রম বাজারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১: শ্রমের বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

পাঠ ১৩.২: শ্রম বাজার: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক

পাঠ ১৩.৩: শ্রম বাজারে মজুরি নির্ধারণ

পাঠ ১৩.৪: আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি

পাঠ ১৩.১ শ্রমের বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা
Features and Efficiency of Labor

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শ্রমের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

শ্রমের ধারনা (Concept of Labor)

উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে শ্রম। সাধারণ অর্থে শারীরিক পরিশ্রমকে শ্রম বললেও অর্থনীতিতে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হলো শ্রম। অন্যভাবে বলা যায় শ্রম বলতে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে, "মানসিক ও শারীরিক যে কোন পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্নভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের জন্য করা হয়, তাই হলো শ্রম। " যেমন- একজন চিত্রশিল্পী মনের আনন্দে ছবি আঁকলে বা পিতা মাতা সন্তান লালন পালনের জন্য পরিশ্রম করলে তা শ্রম হিসেবে বিবেচিত হয় না । তবে শিল্পী যদি অর্থ উপার্জনের জন্য ছবি আঁকে তবে তা শ্রম বলে বিবেচিত হবে।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য (Features of Labor)

শ্রমের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা শ্রমকে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ হতে পৃথক করে-

১) **শ্রম জীবন্ত উৎপাদন:** অন্যান্য উপকরণের মতো শ্রমকে শ্রমিক থেকে আলাদা করা যায় না। শ্রমিকের জীবনী শক্তির সাথেই শ্রম জড়িত। মৃত কোন ব্যক্তির নিকট হতে শ্রম পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ।

২) **শ্রম ক্ষণস্থায়ী:** শ্রম ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ কোন নিদিষ্ট সময়ে শ্রমিকের শ্রম অব্যবহৃত থাকলে তাকে মজুদ করে রাখা যায় না। কোন শ্রমিক চাইলে আজ শ্রম না দিয়ে বা কাজ না করে তা আগামীকালের জন্য মজুদ করে রাখতে পারে না।

৩) **গতিশীল উপাদান:** শ্রম বাজারের গতিশীল উপাদান। শ্রমিক কাজের প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই শ্রম একটি গতিশীল উপাদান।

৪) **শ্রমের যোগান বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ:** শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর যোগানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ শ্রমের যোগান জনসংখ্যা, জন্মমৃত্যু হার, শ্রমের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাই মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান দ্রুত বাড়ে না এবং শ্রমের মজুরি কমলে শ্রমের যোগান দ্রত কমেও না।

৫) **বেশী মজুরিতে শ্রমের যোগান কমে:** শ্রমের মজুরি অত্যাধিক বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। অর্থাৎ অত্যাধিক মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। কারণ আয় বাড়লে মানুষ স্বাভাবিক দ্রব্য বেশি ক্রয় করে। বিশ্রাম বা আরাম-আয়েশ হলো স্বাভাবিক দ্রব্য। অত্যাধিক মজুরি বৃদ্ধি মানুষের আয় বৃদ্ধি করে। ফলে বেশি পরিমাণ বিশ্রাম বা আরাম-আয়েশ বেশী ভোগ করে।

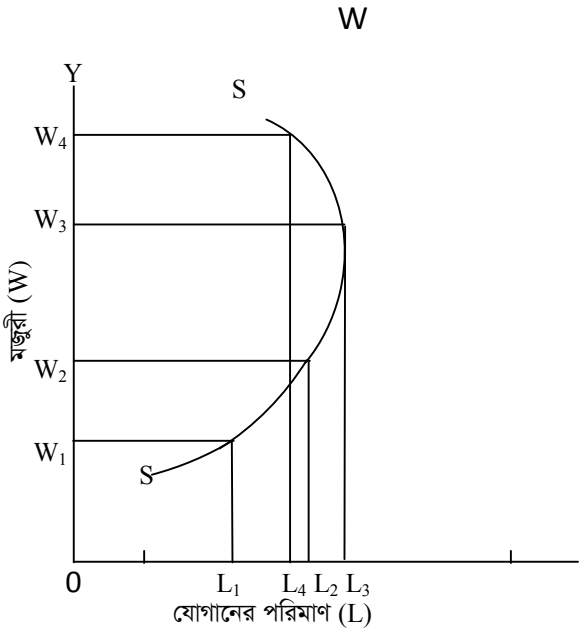

চিত্র ১৩.১.১: শ্রমের যোগান রেখা

চিত্র ১৩.১.১ থেকে দেখা যায় SS শ্রমের যোগান রেখা শ্রমের মজুরি OW_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OW_2 হলে যোগান বৃদ্ধি পেয়ে OL_1 থেকে OL_2 হয়। কিন্তু মজুরি অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে OW_3 হলে শ্রমের যোগান সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে OL_3 হয়। তাই আমরা বলতে পারি মজুরি অধিক বাড়লে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি নাও হতে পারে। যেমন শ্রমের মজুরি OW_3 থেকে বেড়ে OW_4 হলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ OL_3 থেকে হ্রাস পেয়ে OL_4 হতে পারে।

শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labor)

শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। শ্রমের দক্ষতা নির্ধারিত হয় কাজের পরিমাণ ও কাজের সময় দ্বারা । অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক যতটুকু কাজ করতে পারে তাই শ্রমের দক্ষতা।

$$\text{শ্রমের দক্ষতার সূত্র} = \frac{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{কাজের সময়}}$$

উদাহরন: একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টায় ৩২ টি শার্ট সেলাই করতে পারে।

$$\text{তাহলে শ্রমের দক্ষতা} = \frac{৩২}{৮}$$
$$= ৪$$

শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ (Determinants Efficiency of Labor)

ক) কাজ করার ক্ষমতা খ) কাজ করার ইচ্ছা গ) সংগঠনের দক্ষতা ঘ) উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

ক. কাজ করার ক্ষমতা: শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতার উপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে। শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা নিচে দেয়া হল-

১) **শারীরিক যোগ্যতা:** শ্রমিক শারীরিকভাবে যোগ্য তথা সুস্থ শরীর, সুষ্ঠদেহ, শ্রমিক পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী হলে স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করতে সক্ষম হয় আর তখন শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২) **জীবনযাত্রার মানঃ** যে সকল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত, যে সকল শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বেশী। যেমন- কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। তাই সে সকল দেশের শ্রমিকদের কাজ করার ক্ষমতা ও বেশী।

৩) **নৈতিক যোগ্যতাঃ** শ্রমিকের নৈতিক যোগ্যতা যেমন- বিশ্বস্ততা, সততা, কর্তব্যপরায়নতা এসব গুণাবলির উপর কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে।

৪) **নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ঃ** পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে যারা বংশানুক্রমে সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হয়। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক গুণের উপর কাজ করারর ক্ষমতা নির্ভরশীল।

খ. কাজ করার ইচ্ছাঃ

১) **শ্রমের বিশেষায়নঃ** যে শ্রমিক যে কাজে দক্ষ থাকে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করলে তার কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং কাজের পরিমাণ ও উৎপাদিত দ্রব্যের মান বৃদ্ধি পায়।

২) **কারখানার পরিবেশঃ** কারখানার পরিবেশ যদি ভাল হয়, শ্রমিক কাজ করে মজা পায়। আর নোংরা পরিবেশ শ্রমিকের কাজে আগ্রহ হ্রাস করে।

৩) **কাজের শর্তঃ** কাজের মজুরি, পদোন্নতির সম্ভবনা, কাজের স্থায়িত্বতা, উত্তম কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা প্রভৃতি শ্রমিকের ইচ্ছা শক্তিকে প্রভাবিত করে।

৪) **শ্রমিকের সংগঠনঃ** শ্রমিকদের কল্যাণার্থে সংগঠন গঠনের অনুমতি দেয়া হলে বা গড়ে দেয়া হলে শ্রমিকদের কাজের ইচ্ছা বা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

গ. সংগঠনের দক্ষতাঃ সংগঠনের দক্ষতার উপর ও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল। যে সংগঠনে সুদক্ষ সংগঠক রয়েছে, সময়মত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির যোগান, উপকরণের সুসমন্বয়, শ্রমের বিশেষায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে কাজের সুপরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়, এরূপ দক্ষ সংগঠকের অধীনে যে কোন শ্রমিক নিয়োগ লাভ করলে তারা দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয়।

ঘ. উন্নত উৎপাদন পদ্ধতিঃ উৎপাদন কাজে আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

ঙ. সামাজিক নিরাপত্তাঃ পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। কারণ শ্রমিকের অসুস্থতা, দূর্ঘটনা, বেকারত্ব ও বার্ধক্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শ্রমিক দায়িত্ব-কর্তব্যে কোন ফাঁকি না দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে।

বিশ্বে উন্নত দেশের উন্নয়নের মূলসূত্র হলো সে সব দেশের শ্রমিক শ্রেণি উন্নত ও দেশপ্রেমিক। তাই শ্রমের দক্ষতা দেশের জন্য একটি বিরাট সম্পদ কারণ এর দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

১. শ্রম কি এবং শ্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বোঝায় এবং এর নির্ধারকসমূহ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- শ্রম- উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উৎপাদান হচ্ছে শ্রম। শ্রম বলতে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায় যার বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- শ্রমের বৈশিষ্ট্য- ১) শ্রম জীবন্ত উপাদান ২) শ্রম ক্ষণস্থায়ী ৩) শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছিন্ন ৪) শ্রমকে সঞ্চয় করে

রাখা যায় না ইত্যাদি।

- শ্রমের দক্ষতা- শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে।
- শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ: ক) কাজ করার ক্ষমতা খ) কাজ করার ইচ্ছা গ) সংগঠনের দক্ষতা ঘ) উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শ্রম হচ্ছে

i. জীবন্ত উপকরণ

ii. সঞ্চয় করা যায় না

iii. বিক্রয় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১৩.২ শ্রমবাজার: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক
Labor Market:Domestic and International

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শ্রমবাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পেশা ও দক্ষতা ভিত্তিক শ্রমবাজার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শ্রমের বাজার (Labor Market)

আমরা বলতে পারি যেখানে নির্ধারিত মজুরিতে ও নির্দিষ্ট শর্তে শ্রমিক কাজের খোঁজ করে এবং নিয়োগকর্তা কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের খোঁজ করে তাকে শ্রম বাজার বলে। আমরা এভাবেও বলতে পারি, যে বাজারে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টিকারী কতৃপক্ষের সাথে যোগান দানকারী শ্রমিকের দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত মজুরিতে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাকে শ্রম বাজার বলে। অর্থাৎ শ্রম বাজার এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়।

শ্রমবাজারের বৈশিষ্ট্য (Features of Labor Market)

যে বাজারে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রম বিক্রয় বা ক্রয় করেন তাকে শ্রম বাজার বলে। শ্রম বাজারে নিয়োগকর্তাগণ পরস্পরের সাথে প্রতিযোগীতা করেন দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার জন্য এবং শ্রমিকরাও উৎকৃষ্ট কর্মসংস্থান পেতে প্রতিযোগীতা করেন। অর্থনীতিতে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের মাধ্যমে শ্রম বাজারের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। শ্রম বাজার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দুই ধরণের হয়। এছাড়াও শ্রমিকদের দক্ষতার ভিন্নতা, ভৌগলিক অবস্থান, মজুরী সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রম বাজার বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে । শ্রম বাজারের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হল শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান এবং শ্রমবাজারের নিয়ামক হলো মজুরী। নির্দিষ্ট কোনো মজুরীতে শ্রমিক শ্রমের কতটুকু বিক্রি করতে রাজী থাকে সেটাই হল শ্রমের যোগান। অন্যদিকে নির্দিষ্ট মজুরীতে নিয়োগকর্তা কতটুকু শ্রম কিনতে রাজী থাকেন সেটাই হলো শ্রমের চাহিদা। এদুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে নির্ধারিত হয় ভারসাম্য শ্রম ও মজুরীর পরিমাণ, যেখানে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকে। তবে শ্রমের চাহিদা পন্য বাজারের চাহিদা অপেক্ষা ভিন্ন। কারণ শ্রমের চাহিদা মজুরীর পাশপাশি উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা এবং শ্রম সময়ের সাথে মজুরীর সম্পর্কের তথা শ্রমের প্রান্তিক খরচের উপর ও নির্ভর করে। এজন্য এ চাহিদা দ্রব্যের চাহিদা রেখা অপেক্ষা আলাদা। শ্রম বাজার একটি অপূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজার কেননা এখানে শ্রমিক কিংবা নিয়োগকর্তা তাদের মজুরী হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

শ্রমবাজারের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Labor Market)

১) পেশা ভিত্তিক-

ক) কৃষি শ্রমিকের শ্রম বাজার

খ) নির্মাণ শ্রমিকের শ্রম বাজার

গ) শিল্প শ্রমিকের শ্রম বাজার

ঘ) তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের শ্রমবাজার।

২) দক্ষতার ভিত্তিতে-
ক) দক্ষ শ্রমিকের শ্রম বাজার
খ) আধা দক্ষ শ্রমিকের শ্রম বাজার
গ) অদক্ষ শ্রমিকের শ্রম বাজার

৩) অঞ্চল ভিত্তিক শ্রম বাজার-
ক) অভ্যন্তরীণ
খ) আন্তর্জাতিক

পেশাগত শ্রমবাজার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ তে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর‍্যোর Labor Force Survey ২০১০ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কার্যক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ৫.৬৭ কোটি। তার মধ্যে ৩.৭৯ কোটি পুরুষ এবং ১.৬২কোটি মহিলাসহ মোট ৫.৪১ কোটি শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত । কৃষি পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ হিসেব অনুযায়ী ৪৭.৫০ শতাংশ শ্রমিক কৃষি পেশায় নিয়োজিত। একই সংস্থার ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী মোট শ্রমিকের ৪৮.১০% ছিল কৃষি খাতে। এ সময়ের মধ্যে কৃষিখাতে শ্রমিক নিয়োগের হার ০.৬০ শতাংশ কমলেও এখনও কৃষি প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী বিগত কয়েক বছরের Labor Force Survey হতে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে তুলনা করা হল-

ছক ১৩.২.১: বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে তুলনা

খাত	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
কৃষি,বনজ ও মৎস্য	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩৩
খনিজ ও খনন	০.২৩	০.২১	০.২৮
ম্যানুফাকচারিং	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪
বিদুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৩	০.২১	০.১৮
নির্মান	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯
বানিজ্য ও হোটেল	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭
ঈরিবহন	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭
অর্থব্যবস্থা ও সেবা	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪
পণ্য ও ব্যক্তিগতসেবাসমূহ	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬
স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশাসন	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪
মোট	১০০	১০০	১০০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

অঞ্চল ভিত্তিক শ্রম বাজার

অঞ্চলভিত্তিক শ্রম বাজারে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। ২০১০ সালের এল এফ এস অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমশক্তি ৪৭.৫০ শতাংশ কৃষি পেশায় নিয়োজিত। জানুয়ারী ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে শুধুমাত্র ইপিজেডএ ৩,৮২,২৩০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর প্রায় ৩৪ শতাংশ মহিলা। বাংলাদেশ প্রকল্পসমূহ ২০১১-১২ অর্থ বছরের মার্চ- ২০১২ পর্যন্ত ৩,৩৯,৪৮৪ জন শিল্প শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০ অনুযায়ী ৪৪.৪ শতাংশ শ্রমিক স্বকর্মে নিয়োজিত ছিল। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে স্বাকর্মে নিয়োজিত ছিল ৪১.৯৮ শতাংশ শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী দিনমজুর পেশায় ২১.৮ শতাংশ এবং বিনা পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার ১৯.৭ শতাংশ।

অপরদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমশক্তি বিশেষ করে দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো মোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৪.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২ সালে মোট ৬,০৭,৭৯৮ জন শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছে। ২০১৩ সালে ৪,০৯,২৫৩ জন শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করে। তবে বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্নদেশে গমনকারী বাংলাদেশের শ্রমিকদের ২০০৫-২০১৩ বছরের একটি তালিকা নিচে দেয়া হল-

ছক ১৩.২.২: বিভিন্নদেশে গমনকারী বাংলাদেশের শ্রমিক সংখ্যা (২০০৫-২০১৪)

সাল	সৌদিআরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০৫	৮০৪২৫	৪৭০২৯	৬১৯৭৮	১০৭১৬	৪৮২৭	২৯১১	৯৬১৫	৩৫১৬৫	২৫২৭০২
২০০৬	১০৯০১৩	৩৫৭৭৫	১৩০২০৪	১৬৩৫৫	৮০৮২	২০৪৬৯	২০১৩৯	৪০৯৭৯	৩৮১৫১৬
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২১৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	৬৮১৮৮	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৮৫১	৬৮৮৩৬	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৮৪	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	৮০১৪১	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	৭৫৮৪০	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩৯	২৯	২৮২৭৩৯	১৩৯৯৬	১৩৫২৬৫	৭৪২	৪৮৬৬৭	১৯০৩৮	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩১	২	২১৫৪৫২	২৭৭৭৭	১৮০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	১০৯৫৪৮	৬০৭৭৯৮
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫০	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৮৬৫৭৭	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৪৩	৫৪৭৫০	১৯৮৬৯১	৪২৫৬৮৪

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫

উপরোক্ত বছরগুলোতে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানিতে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২০০৫ সালে মোট শ্রমশক্তি রপ্তানির প্রায় ৩২% ছিল সৌদি আরবে। এই হার ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে দাড়িয়েছে মাত্র ২.৫০ শতাংশ। অপরদিকে ২০০৫ সালে ইউএইতে প্রায় ২৪.৫% শ্রমিক গমন করে আর ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ৫.৬৯ শতাংশ। ওমানে শ্রমশক্তি রপ্তানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দক্ষতা ভিত্তিতে শ্রমবাজার ঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দক্ষ, অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শ্রমের চাহিদা রয়েছে। দক্ষ শ্রমিকের মজুরি বেশি ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কম হয়। নিম্নে ছক ১৩.২.৩এর মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত দক্ষতা ভিত্তিক বাংলাদেশের শ্রমিক সংখ্যা তুলে ধরা হল:

ছক ১৩.২.৩: বিদেশে কর্মরত দক্ষতা ভিত্তিক বাংলাদেশের শ্রমিক সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	অদক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৭৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৮১৪৪৪	১৩২৮১০	৪৪৭৩৩৮	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২০	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	৪২৫৬৮৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫

ছক ১৩.২.৩ এ দেখা যাচ্ছে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানি ০.২১ ও ০.৩০ শতাংশ হলেও ২০১৩ সালে এসে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ খুবই কমেছে। আবার ২০১৪ সালে তা ০.৪১

শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৭ সালে দক্ষ শ্রমশক্তি মোট রপ্তানির ১৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ।

শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of Labor)

শ্রমের গতিশীলতা বলতে শ্রমিকের কর্মসংস্থান, পেশা ও কাজের পরিবর্তনশীলতাকে নির্দেশ করে। একজন শ্রমিক যেমনি একাধিক কাজ করতে পারে আবার সুবিধামত এক কাজ থেকে অন্য কাজেও যেতে পারে। তাই বলা যায়, শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজনে স্থান, শিল্প ও পেশাগত স্তর পরিবর্তন হলো শ্রমের গতিশীলতা।

শ্রমের গতিশীলতা মূলত চার ধরনের হয়:

১) **ভৌগলিক গতিশীলতা:** শ্রমিক যদি তার পেশা পরিবর্তন না করে শুধু স্থান পরিবর্তন করে তাকে ভৌগলিক গতিশীলতা বলে। যেমন- একজন ঢাকার ফেরিওয়ালা রংপুরে গিয়ে একই কাজ করছে।
ভৌগোলিক গতিশীলতা দু ধরনের হয়। যথা- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক

২) **পেশাগত গতিশীলতা:** কোন শ্রমিক যদি এক পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয় তাকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। একজন রিক্সাচালক যদি পেশা পরিবর্তন করে দোকানদারি করে তবে তা হবে পেশাগত গতিশীলতা। পেশাগত গতিশীলতা ২ প্রকার। যথা-

ক) আনুভূমিক গতিশীলতা: একই রূপ পেশা, পদবিসহ এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করাকে আনুভূমিক গতিশীলতা বলে।

খ) উলম্ব গতিশীলতা: একই শিল্পে বা ভিন্ন শিল্পে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর নিয়োগ লাভ করাকে উলম্ব গতিশীলতা বলে।

৩) **শিল্প গতিশীলতা:** যদি কোন শ্রমিক এক শিল্প ত্যাগ করে অন্য শিল্পে কাজ গ্রহণ করে তাকে শিল্পের গতিশীলতা বলে।

৪) **স্তরগত গতিশীলতা:** কোন শ্রমিক যদি একই পেশায় বা শিল্পের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পদোন্নতি পায় তাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১) শ্রম বাজারের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।
২) বিভিন্ন শ্রম বাজার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩) শ্রমের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে বাজারে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগান দানকারী শ্রমিকদের দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ও মজুরিতে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাকে শ্রম বাজার বলে।
- শ্রমবাজারের শ্রেনী বিভাগ ঃ
  ১)পেশা ভিত্তিক- ক) কৃষি শ্রমিকের শ্রমবাজার খ) নির্মাণ শ্রমিকের শ্রমবাজার গ) শিল্প শ্রমিকের শ্রমবাজার ঘ) তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের শ্রমবাজার।
  ২) দক্ষতার ভিত্তিতে- ক) দক্ষ শ্রমিকের শ্রম বাজার খ) আধা দক্ষ শ্রমিকের শ্রমবাজার গ) অদক্ষ শ্রমিকের শ্রমবাজার
  ৩) অঞ্চল ভিত্তিক শ্রমবাজার- ক) অভ্যন্তরীণ খ) আন্তর্জাতিক
- শ্রমের গতিশীলতা বলতে শ্রমিকের কর্মসংস্থান, পেশা ও কাজের পরিবর্তনশীলতাকে নির্দেশ করে। একজন শ্রমিক যেমনি একাধিক কাজ করতে পারে তেমনি সে সুবিধামত এক কাজ থেকে অন্য কাজে যেতেও পারে। তাই বলা যায়, শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজনে স্থান, শিল্প ও পেশাগত স্তর পরিবর্তন হলো শ্রমের গতিশীলতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশে কোন ধরনের শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) পেশাজীবি (খ) গৃহকর্মী (গ) দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ (ঘ) অদক্ষ

২। বিগত এক দশকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে কৃষি খাতে শ্রম নিয়োগের হার-

i. বৃদ্ধি পাচ্ছে
ii. হ্রাস পাচ্ছে
iii. পূর্বের ধারা অব্যাহত আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। শ্রমের গতিশীলতা বলতে বুঝায়–

i. শ্রম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর
ii. এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর
iii. শ্রমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১৩.৩ শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ
Determination of Wages in Labor Market

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শ্রমের চাহিদা ধারনাটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রমের যোগান ধারনাটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে শ্রম বাজারে মজুরি নির্ধারণ করতে পারবেন;
- শ্রম বাজারে মজুরির পার্থক্য সম্পর্কে আলকপাত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শ্রমের চাহিদা (Demand for Labor)

কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে নিয়োগকারী উৎপাদক যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন তাকেই শ্রমের চাহিদা বলে। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তখন শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায়। শ্রমের চাহিদা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন শ্রমিকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষন, নৈতিক ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা ইত্যাদি। ক্ল্যাসিকাল ও কেইনসীয় অর্থনীতিতে শ্রমের চাহিদা প্রকৃত মজুরির (W/P) উপর নির্ভর করে। প্রকৃত মজুরির উপর শ্রমের চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃত মজুরির (W/P) ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি (W) ও দামস্তর (P) গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

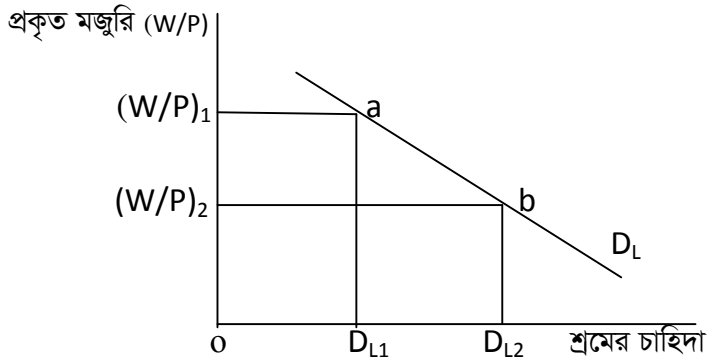

চিত্র ১৩.৩.১: শ্রমের চাহিদা রেখা

এখানে D_L = শ্রমের চাহিদা, W/P = প্রকৃত মজুরি

আমরা চিত্র ১৩.৩.১ থেকে দেখতে পাচ্ছি, শ্রমের চাহিদার সাথে প্রকৃত মজুরির সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এখানে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও লম্ব অক্ষে প্রকৃত মজুরি দেখানো হয়েছে। প্রকৃত মজুরি $(W/P)_1$ হলে শ্রমের চাহিদা D_{L1} প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়ে $(W/P)_2$ হলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_{L2} হয়।

শ্রমের যোগান (Supply of Labor)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে মজুরিতে কোন দেশে যে পরিমাণ শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে। শ্রমের যোগান দেশে বিদ্যমান শ্রমশক্তি দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। শ্রমিক সংঘের আচরণ, শ্রমের গতিশীলতা, প্রকৃত মজুরি

ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। প্রকৃত মজুরিরর সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পায়। তাই শ্রমের যোগানরেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

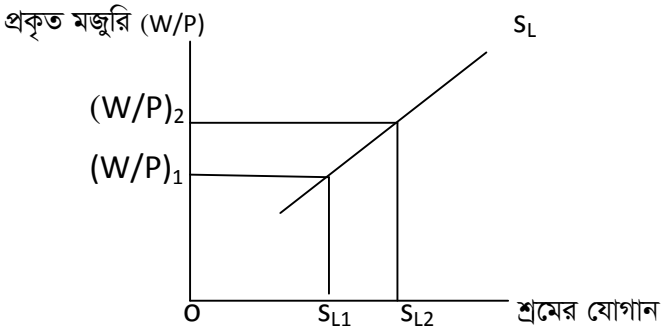

চিত্র ১৩.৩.২: শ্রমের যোগান

এখানে S_L = শ্রমের যোগান, W/P = প্রকৃত মজুরি

আমরা চিত্র ১৩.৩.২ থেকে দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক। এখানে ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগান ও লম্ব অক্ষে প্রকৃত মজুরি দেখানো হয়েছে।

এখানে প্রকৃত মজুরি $(W/P)_1$ হতে বৃদ্ধি পেয়ে $(W/P)_2$ হলে শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পেয়ে S_{L1} থেকে S_{L2} হয়।

শ্রম বাজারে মজুরি নির্ধারণ (Determination of Wages in Labor Market)

আমরা জানি, ভারসাম্য হলো শ্রমের চাহিদা = শ্রমের যোগান অর্থাৎ $D_L = S_L$ হয়।

এক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি হলে অর্থনীতিতে বেকারত্ব দেখা দিবে । এবং প্রকৃত মজুরি তখন হ্রাস পাবে আবার শ্রমের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হলে অতিরিক্ত চাহিদা ধনাত্মক হওয়ায় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে। এই ভারসাম্যহীন অবস্থা থেকে আবার শ্রমবাজার ভারসাম্যে ফিরে আসে প্রকৃত মজুরি পরিবর্তনের মাধ্যমে। যোগান বেশি হলে প্রকৃত মজুরি কমতে থাকবে এবং চাহিদা বেশি হলে প্রকৃত মজুরি বাড়তে থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমবাজার আবার e বিন্দুতে ফিরে আসবে।

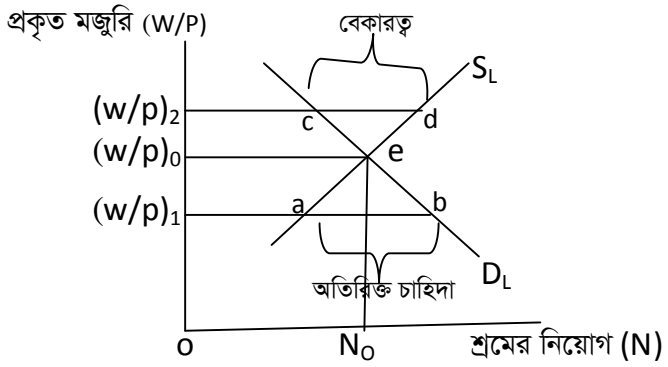

চিত্র ১৩.৩.৩: মজুরি নির্ধারন

চিত্র ১৩.৩.৩ এ ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান তথা শ্রম নিয়োগের পরিমাণ (N) এবং লম্ব অক্ষে প্রকৃত মজুরি (W/P)। D_L ও S_L শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা নির্দেশ করে। চিত্র থেকে দেখা যায় $(W/P)_1=w_1$ প্রকৃত মজুরিতে শ্রমের যোগান অপেক্ষা শ্রমের চাহিদা ab পরিমাণ বেশি। অতিরিক্ত চাহিদার কারণে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে। আবার $(W/P)_2=w_2$ প্রকৃত মজুরিতে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান cd বেশি বিধায় অর্থনীতিতে বেকারত্ব দেখা দিবে এবং প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাবে। তবে $(W/P)_o$ প্রকৃত মজুরিতে শ্রমের চাহিদা (D_L)এবং শ্রমের যোগান (S_L) সমান হবে। আর এটাই হলো শ্রমবাজারের ভারসাম্য বিন্দু (e)।

মজুরির তারতম্য (Differences in Wages)

শ্রম উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়। আবার বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠী হল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রতিনিধি। এরূপ শ্রমিকগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকলে তাদের মজুরি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

একই পেশায় মজুরির হার তারতম্যের কারণ:

১) **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের কারণে একই পেশায় নিয়োজিত থাকলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মজুরির হার বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত একজন স্কুল শিক্ষক অপেক্ষা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পারিশ্রমিকের হারের পার্থক্য ঘটে।

২) **অভিজ্ঞতা :** অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণেও একই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরির হারে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

৩) **দক্ষতা:** একই পেশায় নিয়োজিত একজন দক্ষ শ্রমিকের মজুরি একজন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা বেশি হয়।

৪) **দায়িত্ব ও পদমর্যাদার ভিন্নতা:** দায়িত্ব ও পদমর্যাদার তারতম্যের কারণেও একই পেশায় পারিশ্রমিকের পার্থক্য হয়।

৫) **চাকরির শর্ত:** একই পেশায় নিয়োজিত পূর্নকালীন ও খন্ডকালীন শ্রমিকের মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্য হয়।

৬) **শারীরিক যোগ্যতা :** কায়িক শ্রম নির্ভর পেশায় সুষ্ঠু দেহের অধিকারী শ্রমিক দুর্বল শ্রমিক অপেক্ষা অধিক মজুরি পেয়ে থাকে।

৭) **কাজের ভিত্তিতে মজুরি :** একই পেশায় কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়। যে যত বেশি কাজ করে সে তত বেশি পারিশ্রমিক পায়।

৮) **লিঙ্গগত পার্থক্য:** একই পেশায় নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্য হয়।

বিভিন্ন পেশায় মজুরির তারতম্যের কারণগুলো নিচে দেওয়া হল:

১) **প্রতিযোগীতার অভাব:** যে সকল পেশায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব লক্ষ করা যায় সে সকল কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি উপার্জন করে।

২) **কাজের প্রকৃতি:** কাজের প্রকৃতির উপর মজুরির হার নির্ভর করে। যেসব কাজ সহজ সে সব কাজে মজুরি কম হয়। পক্ষান্তরে যেসব কাজ কষ্টদায়ক বা ঝুঁকিবহুল সে সব কাজে মজুরি অধিক হয়।

৩) **দক্ষতার পার্থক্য:** দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশি মজুরি পায়। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের মধ্যে স্বাভাবিক নৈপূণ্যে পার্থক্যের কারণে ও তাদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য হয়ে থাকে।

৪) **বাজারের স্থায়িত্ব:** স্থায়ী কাজে শ্রমিকদের যোগান অনেক হয় বলে এক্ষেত্রে মজুরি কম হয় আর অস্থায়ী কাজে শ্রমিকের যোগান কম বিধায় মজুরি অধিক হয়।

৫) **পদমর্যাদা:** শ্রমিকদের মধ্যে পদমর্যাদা সব প্রতিষ্ঠানে একই হয় না।

৬) **পেশা শিক্ষার ব্যয়:** যে সকল পেশায় জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, সে সকল পেশায় মজুরির হার বেশি হয়।

৭) **সামাজিক মর্যাদা:** যে সকল কাজে সামাজিক মান মর্যদা বেশী থাকে সে সকল কাজে মজুরি কম হলেও শ্রমিক পাওয়া যায়।

৮) **চাহিদার মাত্রা:** যে সকল পেশায় শ্রমের যোগান অপেক্ষা শ্রমের চাহিদা বেশি, সেসব পেশার মজুরি বেশি হয়।

৯) **শ্রমিক সংঘের প্রভাব:** শ্রমিক সংঘ মজুরির হারকে প্রভাবিত করে। শ্রমিকরা সুসংগঠিতভাবে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলে শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ

১) শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে শ্রম বাজারে মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

২) মজুরির পার্থক্যের কারণগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে নিয়োগকারী উৎপাদক যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন তাকেই শ্রমের চাহিদা বলে।
- একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে কোন দেশে যে পরিমাণ শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে।
- শ্রমের বাজারে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি হলে বেকারত্ব দেখা দিবে । এবং মজুরি তখন হ্রাস পাবে আবার শ্রমের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হলে অতিরিক্ত চাহিদা ধনাত্মক হওয়ায় মজুরি বৃদ্ধি পাবে। এভাবে শ্রমবাজারে ভারসাম্য অর্জিত হবে।
- কোন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানবিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ কোন নির্দিষ্ট সময়ে যা আয় করে তাকে মজুরি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক কি?

(ক) উর্ধ্বমুখী (খ) নিম্নমুখী (গ) সমমুখী (ঘ) বিপরীতমুখী

২। শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি কেমন?

(ক) উর্ধ্বগামী (খ) নিম্নগামী (গ) ভূমির সমান্তরাল (ঘ) লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৩। শ্রম বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হলে নির্ধারিত হয়-

i. শ্রমের দক্ষতা
ii. ভারসাম্য মুজরি
iii. ভারসাম্য নিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ ১৩.৪ আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি
Money Wages and Real Wages

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মজুরি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রকৃত মজুরি কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজুরি (Wages)

মজুরি হল শ্রমিকের শ্রমের দাম। শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেন তাকে মজুরি বলে। অর্থাৎ কোন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ কোন সময়ে যা আয় করে তাকে মজুরি বলে। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে ,স্বাধীন ভাবে বা চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তার দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদাতার নিকট থেকে যে পারিশ্রমিক লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

মজুরিকে দুই ধরনের:
(ক) আর্থিক মজুরি ও (খ) প্রকৃত মজুরি

ক. **আর্থিক মজুরি:** কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। অর্থাৎ শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে যে অর্থ লাভ করে তাই আর্থিক মজুরি। যেমন: কোন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে মাসে ১০০০ টাকা বেতন পায়। এক্ষত্রে আর্থিক মজুরি ১০০০ টাকা।

খ. **প্রকৃত মজুরি:** শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদাতার নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ পায় তার দ্বারা যে পরিমাণ পন্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। নিম্নে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্য দেওয়া হল:

ছক ১৩.৪.১: আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্য

আর্থিক মজুরি	প্রকৃত মজুরি
১) আথিক মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাণ করা হয়	১) প্রকৃত মজুরি দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা পরিমাণ করা হয়।
২) আর্থিক মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয় না	২) প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৩) আর্থিক মজুরি = শুধু প্রাপ্য নগদ অর্থ	৩) প্রকৃত মজুরি = প্রাপ্য নগদ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা।
৪) সম্মানজনক কাজে আর্থিক মজুরি কম, ঝুঁকিপূর্ন কাজে আর্থিক মজুরি বেশী।	৪) সম্মানজনক কাজে প্রকৃত মজুরি বেশি পক্ষান্তরে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কম।
৫) শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভর করে না।	৫) শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান প্রকৃত মজুরির উপর নির্ভর করে।
৬) আর্থিক মজুরি হিসাব করা সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ	৬) প্রকৃত মজুরি হিসাব করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ
৭) ক্লাসিকাল অর্থনীতি আর্থিক মজুরিকে সমর্থন করে।	৭) কেইনসীয় অর্থনীতি প্রকৃত মজুরিকে সমর্থন করে

৮) শ্রমিকের মজুরি নীতি নির্ধারনে আর্থিক মজুরিকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।	৮) শ্রমিকদের মজুরি নীতি নির্ধারণে প্রকৃত মজুরিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।
৯) কোন কাজের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ সাধারণত আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভর করে না।	৯) কোন কাজের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভর করে।

প্রকৃত মজুরি যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা নিচে দেয়া হল:

১) আর্থিক মজুরি: অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে যদি আর্থিক মজুরি বাড়ে তবে প্রকৃত মজুরিও বাড়ে। যেমন- কোন শ্রমিকের যদি বেতন বাড়ে, তবে সে পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য ও সেবা কিনতে পারবে যদি অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকে।

২) অর্থের ক্রয় ক্ষমতা: প্রকৃত মজুরি অর্থের ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা মূল্যস্তরের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা ও মূল্যস্তর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ মূল্যস্তর কমলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়।

৩) কাজের প্রকৃতি: দুটি কাজে আর্থিক মজুরি সমান হলেও কঠিন কাজটির তুলনায় সহজ, সরল, আরামদায়ক ও ঝুঁকিহীন কাজটির প্রকৃত মজুরি বেশি হবে।

৪) নিয়োগের প্রকৃতি: চাকরি স্থায়ী হলে দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষিতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয়।

৫) কাজের সময়: কাজের সময়ের ওপর ও প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। যে কাজে অবসর বেশি বা যে কাজে দৈনিক কম সময়ের জন্য করতে হয় সে সব কাজে সাধারনত প্রকৃত মজুরি বেশি হয়।

৬) পেশাগত ব্যয়: যে সকল কাজের পেশাগত ব্যয় বেশি তাদের প্রকৃত মজুরি কম হয়।

৭) উন্নতির সম্ভবনা: যে সকল কাজে উন্নতির সম্ভবনা থাকে সে সকল কাজে প্রকৃত মজুরি আর্থিক মজুরির চেয়ে বেশি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি নিয়ে আলোচনা করুন। প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- কোন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ কোন নির্দিষ্ট সময়ে যা আয় করে তাকে মজুরি বলে।
- কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে।
- শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদাতার নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ পায় তার দ্বারা যে পরিমাণ পন্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শ্রমের মূল্যকে কি বলে?

(ক) বেতন (খ) মজুরি (গ) পাওনা (ঘ) আয়

২। শ্রমের মজুরি প্রদান করা হয়–

i. অর্থের ভিত্তিতে

ii. সময়ের ভিত্তিতে

iii. কাজের ভিত্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মজুরি	শ্রমের চাহিদা	শ্রমের যোগান
১০০ টাকা	৪০ একক	২০ একক
২০০ টাকা	৩০ একক	৩০ একক
৩০০ টাকা	২০ একক	৪০ একক
৪০০ টাকা	১০ একক	৫০ একক

৩। উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ কত?

(ক) ৪০ (খ) ৩০ (গ) ২০ (ঘ) ১০

৪। উদ্দীপক অনুযায়ী কত টাকা মুজুরিতে ২০ জন শ্রমিক বেকার থাকবে?

(ক) ১০০ (খ) ২০০ (গ) ৩০০ (ঘ) ৪০০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রহিম একজন সাধারণ শ্রমিক যখন ১০০ টাকা মজুরি পেতেন তখন ৫ কেজি চাল কিনতে পারতেন, এখন তিনি ২০০ টাকা মজুরি পেলেও ঐ ৫ কেজি চালই ক্রয় করতে পারেন।

(ক) শ্রমবাজার কাকে বলে?

(খ) শ্রমের চাহিদা বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত তথ্য থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করে দেখান।

(ঘ) রহিমের মজুরি বাড়লেও কোন উন্নতি হয়নি কেন? যুক্তি দিন।

২। রীতার একটি মুরগির খামার আছে। তিনি শ্রমের মজুরির উপর ভিত্তি করে শ্রমিক নিয়োগ দেন। গত মাসে শ্রমের মুজুরি ৩০০ টাকা থাকায় তিনি মাত্র ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ সপ্তাহে মুজুরি ২৭৫ টাকা হওয়ায় ৩০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং চিন্তা করেন, মজুরি আরও হ্রাস পেয়ে ২৫০ টাকা হলে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ দিবেন।

(ক) শ্রমের গতিশীলতা কি?

(খ) শ্রম উৎপাদনের একটি জীবন্ত উপকরণ বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপক হতে সূচি তৈরি করে মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(ঘ) রীতার খামারে শ্রমের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হবে, ব্যাখ্যা করুন।

৩। গার্মেন্টস কর্মী রাহেলা তার বৃদ্ধ বাবার সাথে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বাবাকে বলেন- আপনারা যখন কাজ করতেন তখনকার চেয়ে আমি এখন অনেক বেশি মজুরি পাচ্ছি। তারপরও আমাদের পরিবার আগের চেয়ে স্বচ্ছল নয়। কারণ কি? বাবা

বললেন ঠিক বলেছ মা। কারণ মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিসপত্রের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি দৈনিক ৪০০ টাকা পেলে কি হবে চালের দাম এখন ৪০ টাকা কেজি। আমারা তখন ১০০ টাকা পেলেও চালের দাম ছিল ১০ টাকা কেজি।

(ক) শ্রমের দক্ষতা কি?

(খ) আর্থিক মুজুরি ও প্রকৃত মুজুরির মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য লিখুন?

(গ) উদ্দীপক হতে রাসেলের প্রকৃত মুজুরি নির্ণয় করুন।

(ঘ) রাহেলা ও তার বাবার প্রকৃত মুজুরির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১৩.১: ১। ঘ

পাঠ ১৩.২: ১। গ ২। খ ৩। ক

পাঠ ১৩.৩: ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ

পাঠ ১৩.৪ : ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ